مسائل مهمة في طهارة المرأة المسلمة
নারীদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিধান

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

- أقسام المياه و استعمالها.
- أحكام الوضو والتيمم والغسل.
- فقه الحيض ومايتعلق به.
- مسائل الاستحاضة والنفاس.

সূচীপত্র

বিসমিল্ল্যাহির রহমাানির রহীম

লেখকের বাণী

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের রসূল মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

নবী [ﷺ]-এর বাণী: « إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ». "নারীরা পুরুষদের অর্ধেক।" [আবু দাঊদ ও তিরমিযী] নবী [ﷺ] আরো বলেন: « الطُّهُــورُ شَــطْرُ الْإِيمَــانِ ». "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" [মুসলিম] এ হচ্ছে বাহ্যিক শারীরিক পবিত্রা। আর বাকি অর্ধেক পবিত্রা হলো আত্মিক তথা ভিতরের পবিত্রা।

এ হাদীস দু'টিকে সামনে রেখে আমরা কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য ফিকহের কিতাবসমূহ হতে নারীদের জন্য **"নারীদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিধান"**এই ছোট বইটি বিশেষভাবে উপহার দিচ্ছি।

আশা করি মুসলিম নারী সমাজ এ থেকে তাঁদের কাঙ্খিত বিশেষ জরুরি বিধানসমূহ খুবই সহজে উপলব্ধি করে আমল করতে পারবেন।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
১৩/০৬/১৪৩২হিঃ
১৬/০৫/২০১১ ইং

পানির প্রকার

পবিত্রতা অর্জনের জন্য মাধ্যম হলো পবিত্র পানি ও পবিত্র মাটি। তাই পানির প্রকার জানা জরুরি। মাটি দ্বারা পবিত্রতা তথা তায়াম্মুমের বিধান যথা স্থানে বর্ণনা করা হবে।

১. পানি দু'প্রকার পবিত্র ও অপবিত্র।

২. **পবিত্র পানি:** যে পানি দ্বারা ওযু-গোসল করা এবং পরিস্কার ও পবিত্রকরণ জায়েয।

৩. **অপবিত্র পানি:** যে পানি দ্বারা ওযু-গোসল করা এবং পরিস্কার ও পবিত্রকরণ জায়েয নয়।

৪. **পবিত্র পানি হলো:** যাকে পানি বলা যায় এবং কোন প্রকার অপবিত্র জিনিস দ্বারা তার পরিবর্তন সাধিত হয়নি এমন। যেমনঃ সাগর, নদী, বৃষ্টি, কূপ ও অন্যান্য পানি।

৫. **অপবিত্র পানি:** কোন প্রকার অপবিত্র জিনিস পড়ে পানির স্বাদ অথবা রঙ বা গন্ধ পরিবর্তন হলে সে পানি অপবিত্র। আর যদি পরিবর্তন না হয়, তবে তা পবিত্র। অপবিত্র বস্তু যেমনঃ পেশাব, পায়খানা

এবং মহিলাদের মাসিক ও প্রসূতি অবস্থার রক্ত ইত্যাদি।

পবিত্রতায় প্রতিবন্ধক জিনিসের বিধান

১. যে সকল জিনিস শরীরের চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে তা ওযু ও গোসলকারীর জন্য দূর করা ওয়াজিব।

২. মাসিক ঋতু চলাকালিন মহিলাদের জন্য নেইল পালিশ ব্যবহার করা জায়েয; কারণ তখন সালাত আদায় করতে হয় না।

৩. ওযু ও গোসলের সময় নেইল পালিশ দূর করা ওয়াজিব; কারণ ইহা পানি পৌঁছতে বাধা প্রদান করে।

৪. ওযুর পরে নেইল পালিশ ব্যবহার করলে কোন অসুবিধা নেই, এতে সালাত সঠিক হবে।

৫. যদি মেহদির কোন অংশ হাতে বা পায়ে অবশিষ্ট থাকে আর চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছতে বাধা দেয়, তাহলে ওযু ও গোসলের পূর্বে তা দূর করা ওয়াজিব। আর শুধু মেহদির রঙ বাকি থাকলে

তাতে ওযু ও গোসল সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই; কারণ এতে পানি পৌঁছতে বাধা দেয় না।

৬. মেহদি লাগানো মাথার চুলের উপর ওযুর জন্য মাসেহ করা জায়েয, চুলের জট খোলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বড় পবিত্রতার জন্য ফরজ গোসলের সময় খুলতে হবে; কারণ তখন সমস্ত মাথা ধৌত করা জরুরি মাসেহ করা যথেষ্ট নয়।

৭. প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে অথবা খুলতে-পরতে কষ্ট হলে মাথার উড়নার উপর মাসেহ করা জায়েয। কিন্তু তার উপর মাসেহ না করাই উত্তম।

৮. যে সকল চুলের কলপ ব্যবহারে ফরজ গোসলের সময় চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছতে বাধা দেয় তা দূর করা ওয়াজিব; কারণ ইহা পবিত্রতার পূর্ণতায় বাধা প্রদান করে।

৯. আর যদি পানি পৌঁছতে বাধা না দেয় বরং শুধু কলপ মেহদি যেমন রঙ হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

১০. মাথার চুলের ক্রীম, লিপিস্টিক ও অন্যান্য তৈলাক্ত জিনিস ব্যবহারে ওযু নষ্ট হয় না।

১১. তেল যদি শরীরের কোন অংশের উপর জমাট বেঁধে থাকে, যার জন্য চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা দেয়, তাহলে পবিত্রতা অর্জনের পূর্বে তা দূর করা জরুরি। আর যদি বাধা না দেয় তাহলে সাবান দ্বারা ধোয়া ছাড়াই পবিত্রতা অর্জনে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সে অংশ ধোয়ার সময় তার উপর ভাল করে হাত বুলাতে হবে যাতে করে পানি পিছলে না চলে যায়।

অপবিত্রবস্তু দূরকরণ

অপবিত্রবস্তুকে আরবিতে 'নাজাসাত' বলে। অপবিত্র জিনিস তিন প্রকার: কঠিন, মধ্যম ও হালকা।
প্রথম প্রকারঃ কঠিন অপবিত্রবস্তু: যেমনঃ কুকুরের লালা যা কোন পাত্রে লাগলে পাত্রটি কঠিন অপবিত্র হয়ে যায়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পাত্রের বস্তু ফেলে দিয়ে পাত্রটি একবার মাটি দ্বারা মেজে সাতবার ধৌত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র হয় না।

নোটঃ

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে পাত্র ও পাত্রের জিনিসে এমন জীবাণু মিশে যায়, যা মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আর ঐসকল জীবাণু মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হত্যা করা অসম্ভব। সাধারণতঃ পাগলা কুকুরের দাঁতে জলাতঙ্ক রোগের মারাত্মক জীবাণু থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ মধ্যম অপবিত্র বস্তুঃ যেমনঃ পেশাব-পায়খানা, মহিলাদের মাসিক ঋতু ও প্রসূতি অবস্থার রক্ত ইত্যাদি। এসব পানি অথবা মাটি দ্বারা পরিস্কার করতে হবে। বস্তুতঃ অপবিত্র বস্তুর মূল দূর করাই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় প্রকারঃ হালকা অপবিত্রবস্তুঃ ইহা দু'টি জিনিস মাত্রঃ

১. শুধুমাত্র মায়ের দুধ অথবা অধিকাংশ খাদ্য মায়ের দুধ পানকারী ছেলে সন্তানের পেশাব। আর মেয়ে সন্তানের পেশাব মধ্যম অপবিত্রবস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

২. মযী (কামরস) যা মানুষের কাম-বাসনা জাগ্রত হবার পর পানির মত সাদা পাতলা আঠা আঠা

তরল জিনিস পেশাবের রাস্তা দ্বারা বের হয়। ইহা পুরুষের চাইতে নারীদের বেশি হয়ে থাকে। হালকা অপবিত্র জিনিস তথা ছেলে সন্তানের পেশাব ও কাম-রস কাপড়ে লাগলে তার উপর পানির ছিটা পবিত্র হওয়ার জন্য যথেষ্ট, ধৌত করা জরুরি নয়। আর শরীরের কোন অংশে লাগলে ধৌত করতে হবে। আর মেয়ে সন্তান ছোট হলেও তার পেশাব অবশ্যই ধুতে হবে, পানির ছিটা যথেষ্ট হবে না। কামরস বের হলে গোসল করা লাগবে না বরং লজ্জাস্থান ধৌত করতে হবে। আর প্রয়োজন হলে ছোট অপবিত্রার জন্য ওযু করবে।

পেশাব-পায়খানা করার কিছু আদব

১. আল্লাহর নাম আছে এমন কোন জিনিস নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করবে না। কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে জায়েজ হবে।

২. মানুষের চক্ষুর আড়ালে যা বর্তমানের টয়লেটগুলো যথেষ্ট এবং খালি স্থানে হলে দূরে যেতে হবে যাতে করে কেউ দেখতে না পায়।

৩. টয়লেটে বাম পা দ্বারা প্রবেশের পূর্বে বা খালি স্থানে বসার আগে বলা:

((بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ))

[বিসমিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'ঊযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়ালখবাইছ।]

"আল্লাহর নামে (প্রবেশ) করছি। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট দুষ্ট পুরুষ ও মহিলা জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

৪. খোলাস্থানে হলে মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় না উঠানো, যাতে করে আওরত (যা আবৃত করে রাখতে হয় সেসব অঙ্গ) প্রকাশ না পায়।

৫. কেবলাকে সামনে ও পিছনে না করে বসা।

৬. মানুষের রাস্তা, ছায়া ও ঘাট ইত্যাদি স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৭. খোলা স্থান হলে নরম জায়গা নির্বাচন করা যেন পেশাবের ছিটা শরীর বা কাপড়ে না লাগে।

৮. কোন গর্ত ও ছিদ্র কিংবা ফাটলে পেশাব না করা।

৯. কোন কবর স্থানে পেশাব-পায়খানা করবে না।

১০.পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা না বলা।

১১.বদ্ধ পানিতে পেশাব না করা। যেমনঃ পুকুর ইত্যাদির পানি।

১২. বদ্ধ পানিতে বীর্যস্খলন জনীত ফরজ গোসল না করা।

১৩. পাকা করা না এমন গোসল খানায় পেশাব না করা।

১৪. পেশাব-পায়খারা হাজাত থাকলে সালাত আদায়ের পূর্বে তা পূরণ করে নেয়া।

১৫. পেশাব বা পায়খানা শেষে পানি অথবা ঢিলা বা টয়লেট পেপার ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করা ওয়াজিব।

১৬. **ইস্তিনজাঃ** পেশাব বা পায়খানা করার পর পানি দ্বারা সৌচ করাকে ইস্তিনজা বলে।

১৭. **ইস্তিজমারঃ** পেশাব বা পায়খানা করার পর ঢিলা কিংবা টয়লেট পেপার ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করাকে ইস্তিজমার বলে। ইস্তিজমারের জন্য শর্ত হচ্ছেঃ পরিস্কারের জন্য তিনবারের কম যেন না

হয়। যদি তিনের অধিক প্রয়োজন হয়, তবে বেজোড় (৫, ৭, ৯--) করে পৃথকভাবে করবে।

১৮. হাড়, খাদ্যদ্রব্য ও জীবজন্তুর গোবর বা ময়লা দ্বারা ইস্তিজমার করা জায়েয নয়।

১৯. সৌচকাজ এবং ঢিলা-পাথর কিংবা টয়লেট পেপার ব্যবহার বাম হাত দ্বারা করা এবং প্রয়োজন ছাড়া ডান হাত ব্যবহার না করা।

২০. পানি থাকা সত্বেও শুধুমাত্র ঢিলা বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করাই যথেষ্ট। ইস্তিজমার করে ইস্তি নজা করা জায়েয, ওয়াজিব বা ফরজ নয়। কিন্তু কারো বিশেষ প্রয়োজন হলে সে করবে। আর [সূরা তাওবা: ১০৮] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ হাদীস হলো: কুবাবাসীরা শুধু পানি ব্যবহার করত। আর যে হাদীসে ঢিলা ব্যবহারের পর তারা পানি ব্যবহার করত বলে উল্লেখ হয়েছে তা দুর্বল গ্রহণযোগ্য নয়।

২১. ঘুম থেকে উঠে তিনবার হাত ধৌত না করে পানিতে হাত প্রবেশ না করা।

২২. সৌচকাজ বা ঢিলা ব্যবহারের পর হাত মাটি বা সাবান দ্বারা ভাল করে পরিস্কার করা।

২৩. ওযুর পরে লজ্জাস্থান বরাবর দুই হাত দ্বারা পানির ছিটা দেয়া।

২৪. প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাথরুমে বা টয়লেটে কালক্ষেপণ না করা।

২৫. প্রয়োজন ছাড়া সহবাসের পর ফরজ গোসলের জন্য স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার না করা। তবে একই সাথে গোসল করা জায়েয ও উত্তম।

২৬. পেশাব-পায়খানা করার সময় মাথা ঢাকা জরুরি না।

২৭. সূর্য ও চন্দ্রকে সামনে করে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না এমন কথা ঠিক নয়।

২৮. টয়লেট থেকে ডান পা দিয়ে বের হয়ে)) غُفْرَانَكَ (((গুফরাানাক্) বলা। “হে আল্লাহ্! তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

কিছু স্বভাবজাত সুন্নত

১. খাৎনা করা। খাৎনা ছেলেদের জন্য ওয়াজিব আর প্রয়োজনে মেয়েদের জন্য উত্তম।

২. নাভির নিচের ও লজ্জাস্থানের চতুষ্পার্শ্বের লোম কামানো। যদি কোন লোমনাশক পদার্থ বা ক্রিম ব্যবহার করে তবুও চলবে। তবে শর্ত হলো কনো ক্ষতি যেন না হয়।

৩. হাত-পায়ের নখ কাটা। হাতের নখ বড় করে রাখা অমুসলিমদের সভ্যতা, যা মুসলিম নারীর জন্য ত্যাগ করা জরুরি।

৪. বগলের লোম উঠান। প্রয়োজনে কাটা বা কামানোও জায়েজ আছে।

নোটঃ নাভির নিচের লোম কাটা ও বগলের লোম উঠানো চল্লিশ দিনের বেশি দেরী করা হারাম। সপ্তাহে একবার করে কাটা বা উঠানো উত্তম।

৬. মেসওয়াক করা। যে কোন সময় মেসওয়াক করা সুন্নত। তবে নিম্নের অবস্থাগুলোতে অধিক তাকিদ রয়েছেঃ

১. ঘুম থেকে উঠার পর।
২. প্রতিবার ওযুর সময়।
৩. প্রতিটি সালাতের সময়।
৪. বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে।
৫. কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে।
৬. মুখের গন্ধ পরিবর্ত হলে।
৭. বাড়ি থেকে মসজিদে যাওয়ার পূর্বে।

"আরাক" (আকন্দ) গাছের শিকড় বা জয়তুন ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা উত্তম; ইহা দ্বারা নবী [ﷺ] করতেন। আর যদি অন্য কিছু দ্বারা করে যেমন: নিম ইত্যাদি গাছের ডাল বা ব্রাশ তাহলেও চলবে।

অপবিত্রবস্তুর কিছু বিধান

১. সালাত আদায় করা অবস্থায় কাপড়ে অপবিত্রবস্তু দেখলে সালাত ছেড়ে ধুয়ে নিয়ে আবার নতুন করে সালাত আদায় করতে হবে। নতুন করে ওযু করার প্রয়োজন নেই।

২. সালাতরত অবস্থায় কাপড়ে অপবিত্রবস্তু আছে বলে সন্দেহ করলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে বের হওয়া জায়েয নেই।

৩. জায়নামাজে ও কার্পেটের উপর অপবিত্রবস্তু যেমন: পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি লাগলে শুধুমাত্র স্পঞ্জ বা অন্য কিছু দ্বারা মুছে নিলে যথেষ্ট নয়। বরং তার উপরে এতটুকু পানি ঢালতে হবে যাতে করে অপবিত্রবস্তুর উপর পানি প্রাধান্য পায়। আর যদি অপবিত্রবস্তুর কোন অংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা দূর করা ওয়াজিব।

৪. শুকনো অপবিত্রবস্তু হাত দ্বারা স্পর্শ করলে বা তা শুকনা কাপড়ে লাগলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ শুকনা খালি পায়ে শুকনা বাথরুমে প্রবেশ

করলেও কোন অসুবিধা নেই; কারণ অপবিত্রবস্তু ভিজা হলেই অতিক্রম করে।

৫. উত্তম হলো অপবিত্র কাপড় আলাদা করে ধৌত করা। আর যদি পবিত্র কাপড় অপবিত্র কাপড়ের সঙ্গে বেশি পানি দ্বারা ধোয়া হয়, যার ফলে অপবিত্রবস্তু দূর হয় এবং অপবিত্রবস্তুর কারণে কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে সকল কাপড়ই পবিত্র হয়ে যাবে।

৬. ওযু অবস্থায় নিজের বা অন্যের শরীর থেকে অপবিত্রবস্তু ধুলে ওযু নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি ধোয়ার সময় কোন পর্দা ছাড়া নিজের বা অন্যের লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তবে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. যদি মহিলাদের কাপড়ের কোন অংশ অপবিত্রবস্তুর উপর পড়ার পর সে অংশ আবার পবিত্র মাটির উপর ঘর্ষণ লাগে তাহলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। অনুরূপ বিধান জুতা-সেন্ডেলের জন্য প্রজোয্য।

[2] যে সকল এবাদতের জন্য ওযু করা ওয়াজিবঃ

১. যে কোন সালাতের জন্য।

২. কা'বা ঘরের তওয়াফের জন্য।

৩. কুরআন মজীদ স্পর্শ করার জন্য।

ওযুর পদ্ধতি

১. মুখে উচ্চারণ ছাড়াই অন্তরে নিয়ত করে "বিসমিল্লাহ্" বলা।

২. হাতের কব্জি পর্যন্ত (প্রথমে ডান পরে বাম) তিনবার ধৌত করা।

৩. তিনবার করে কুলি, নাকে পানি ও নাক ঝাড়া। কুলিতে মুখের মধ্যে পানিকে নড়ানো জরুরি।

৪. ডান হাতে পানি নিয়ে অর্ধেক পানি কুলির জন্য আর অর্ধেক নাকের জন্য করা সুন্নত। কুলির জন্য আলাদা ও নাকের জন্য আলাদা করে পানি নেওয়ার হাদীস দুর্বল।

৫. মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করা। মুখমণ্ডলের সীমা-রেখা হচ্ছেঃ দৈর্ঘে মাথার সামনের চুল গজানোর

স্থান হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত। আর প্রস্থে এক কান হতে অন্য কান পর্যন্ত। ধৌত করার ব্যাপারে কান মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬. আঙ্গুলসমূহের মাথা হতে কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। এ সময় হাতের আঙ্গুলের খেলাল করা সুন্নত। কনুইদ্বয় ধৌত করা ফরজের অন্ত র্ভুক্ত। প্রথমে ডান হাত এরপর বাম হাত ধৌত করা সুন্নত। পাদ্বয় ধুয়ার সময় বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা খেলাল করা সুন্নত।

৭. মাথা ও কানদ্বয় শুধুমাত্র একবার মাসেহ্ করা।

৮. **মাসহের পদ্ধতি:** হাতদ্বয় পানি দ্বারা ভিজিয়ে মাথার সম্মুখে রেখে মাথার পিছনে চুল গজানোর শেষভাগ পর্যন্ত বুলানো। তারপর আবারও পেছন হতে মাথার সামনের যেখান থেকে আরম্ভ করা হয়েছিল সেখান পর্যন্ত হাতদ্বয় বুলানো।

৯. কানদ্বয় মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া প্রয়োজন নেই। ভিজা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতরের অংশ আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বাহিরের অংশ মাসেহ করা।

১০. দু'পায়ের আঙ্গুলির মাথা হতে গিঁঠ পর্যন্ত প্রথমে ডান ও পরে বাম পা তিনবার ধৌত করা। পায়ের দু'গিঁঠ ধৌত করা ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

১১. যদি পূর্ণ ওযু করার পর পায়ে মোজা পরিধান করা হয়, তবে তার উপর মাসেহ্ করা জায়েয। প্রথমে ডান হাত দ্বারা ডান পা এবং পরে বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের উপরের অংশে একবার করে মাসেহ্ করতে হবে। মাসহের সময়-সীমা মুকীম (বাড়ীতে অবস্থানকারী ব্যক্তির) জন্য এক দিন এক রাত। আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। অপবিত্র হওয়ার (ওযু নষ্টের) পর প্রথম মাসেহ হতে এর সময় শুরু হবে। অপবিত্র হওয়া বলতে ওযু নষ্টকারী কার্যসমূহ হতে যে কোন একটি কাজ ঘটা।

[2] **মাসহের সময় বুঝার জন্য একটি উদাহরণঃ** একজন মুকীম ব্যক্তি সকাল ৮টার সময় ওযু ক'রে মোজা পরল এবং সকাল ১০টার সময় তার ওযু নষ্ট হয়ে গেল। অত:পর দুপুর ১টার সময় প্রথম মাসেহ্ করল। তার দুপুর ১টা হতেই মাসহের

সময় আরম্ভ হবে এবং মোজার উপর মাসেহ্ করা পরের দিনের দুপুর ১টা পর্যন্ত জায়েয হবে।

১১. ওযু সঠিক হওয়ার জন্য (তরতীব) ধারাবাহিকতা শর্ত। অতএব, যে ব্যক্তি মাথা মাসহের পূর্বে পা ধৌত করবে তার ওযু সঠিক হবে না।

১২. ওযু সঠিক হওয়ার জন্য (মুয়ালাত) একটির পর অপরটি বিরতি ছাড়াই ধৌত করা শর্ত। অতএব, দু'টি অঙ্গের মধ্যে যেন লম্বা কালক্ষেপণ না হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

১৩. প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা উত্তম। যদি দু'বার অথবা একবার করে ধৌত করা হয় কিংবা বিভিন্নভাবে সবই জায়েয আছে। যেমনঃ কিছু অঙ্গ তিনবার, কিছু অঙ্গ দু'বার এবং কিছু অঙ্গ একবার করে ধোয়া।

১৪. ওযুর পর নিম্নের দোয়াগুলো বলা সুন্নত।

« أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ ».

(ক) "আশহাদু আল-লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহ্‌দাহু লাা শারীকালাহ্‌, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ্‌"

যে ব্যক্তি ওযুর পরে এ দোয়াটি পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দিবেন যেটি দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে। [মুসলিম]

« اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينْ ».

(খ) আল্লাহুম্মাজ 'আলনী মিনাত্‌ তাওওয়াাবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাত্বহ্‌হিরীন [তিরমিযী]

2 ওযুর ফরজ ও রোকনসমূহ:

১. মুখমণ্ডল ধৌত করা। কুলি ও নাকে পানি প্রবেশ করানো ও বের করা এর অন্তর্ভুক্ত।
২. কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা।
৩. কানসহ সমস্ত মাথা মাসেহ করা।
৪. টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা।
৫. তরতীব সহকারে ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করা।
৬. কোন বিরতি ছাড়া পরস্পর একটির পর অপরটি অঙ্গ ধৌত করা।

2 ওযুর শর্তসমূহ:

ওযুর শর্ত দশটি: ইসলাম, বিবেক, পার্তক্য জ্ঞান, নিয়ত, পবিত্রা অর্জন করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়ত থাকা, ওযু ওয়াজিবের কারণ বন্ধ হওয়া, ওযুর পূর্বে পানি বা ঢিলা ব্যবহার ওয়াজিব হলে তা করা, পানি পবিত্র ও বৈধ হওয়া, শরীরের চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধাদানকারী বস্তু দূর করা এবং স্থায়ী অপবিত্র থাকা ব্যক্তির জন্য সালাতের সময় প্রবেশ হওয়া।

2 ওযুর সুন্নতসমূহ:

১. মেসওয়াক করা।
২. ওযুর শুরুতে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।
৩. ওযুর সময় ওযুর পানি মর্দন করা।
৪. তিনবার করে ধৌত করা।
৫. ওযুর দোয়া পড়া।
৬. ওযুর পরে দুই রাকাত সালাত আদায় করা।
৭. ওযুতে পানি ব্যবহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে যে কোন জিনিস বের হওয়া। যেমনঃ পেশাব-পায়খানা, রক্ত, বায়ু, মযী ও ওয়াদী।
২. মহিলাদের মাসিক, প্রসূতি ও এস্তেহাযার রক্ত বের হওয়া।
৩. শরীরের অন্য কোন স্থান দিয়ে পেশাব-পায়খানা বের হওয়া।
৪. বিবেক লোপ পাওয়া। যেমনঃ ঘুম ও নেশা ইত্যাদি দ্বারা বেহুশ হওয়া।
৫. হাত দ্বারা কোন পর্দা ছাড়া নিজের বা অন্যের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা।
৬. উটের গোস্ত খাওয়া যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
৭. মুরতাদ তথা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করা।

যে সকল কাজে ওযু করা উত্তম

১. জিকির-আজকার ও দোয়ার সময় ওযু করা।
২. ঘুমানোর সময় ওযু করা।
৩. ওযু নষ্ট হলেই ওযু করা।
৪. প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য নতুন করে ওযু করা যদিও ওযু থাকে।
৫. মৃত ব্যক্তিকে বহন করার পর।
৬. বমি করার পর।
৭. আগুন দ্বারা পাককৃত যে কোন জিনিস খাওয়ার পর।
৮. সহবাসের পর ওযু করে খাওয়া।
৯. প্রথমবার সহবাসের পর প্রতিবার সঙ্গমের পূর্বে ওযু করা।
১০. সহবাসের পর গোসল ছাড়া ঘুমানোর জন্য ওযু করা।

ওযুর কিছু বিধান

১. মহিলাদের জন্য বাঁধা বা খোলা চুলের উপর মাসেহ করা জায়েয।

২. ছোট-বড় ও নিজের বা অন্যের লজ্জাস্থান কোন পর্দ ছাড়া স্পর্শ করলে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণ ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। আর ওযু নষ্ট হবে না বলে যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা দুর্বল। বা ইসলামের প্রথম যুগে ছিল পরে রহিত করা হয়েছে।

৩. মহিলাদের পেশাবের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হলে ওুয নষ্ট হবে না। ইহা সাধারণত প্রসূতি অবস্থায় বা বয়স্ক মহিলাদের হয়ে থাকে। এ ছাড়া অন্যদেরও হতে পারে।

৪. মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না। মহিলা স্ত্রী হোক বা পরনারী কিংবা মুহাররামাত নারী হোক। আর কাম-বাসনার সাথে হোক বা ছাড়াই হোক। কিন্তু যদি স্পর্শের কারণে পেশাবের রাস্তা দ্বারা কিছু বের হয় যেমন: মযী ইত্যাদি তাহলে ওযু নষ্ট হবে।

৫. যদি সর্বদা বায়ু বের হওয়া রোগী হয়, তাহলে সালাতের সময় হলে ওযু করে সালাত আদায় করবে। এ অবস্থায় যদি বায়ু চেপে রাখতে না পারে তাহলেও সালাত হয়ে যাবে।

৬. ওযুর সময় মহিলাদের মাথা মাসেহ পুরুষদের মতই। বেণীর উপর মাসেহ করা জরুরি নয়।

৭. প্রতিবার ওযুর সময় এস্তেনজা করা শর্ত নয় বরং পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির জন্য ইস্তিনজা করা ওয়াজিব। আর বায়ু বের হলে বা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে বা ঘুমানোর কারণে অযু নষ্ট হলে ইস্তি নজা করা শরীয়ত সম্মত নয় বরং ওযুই যথেষ্ট।

৮. ওযুর জন্য মুখে নিয়ত পড়া বিদাত; কারণ ইহা নবী [ﷺ] বা সাহাবা কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর। অবশ্যই অন্তরে নিয়ত করতে হবে তবে অবশ্যই মুখে "নাওয়াইতু আন আতাওয়ায্যায়ু বা নাওয়াইতু আন উসাল্লী" ইত্যাদি নিয়ত পড়া বিদাত।

৯. প্রত্যেক অঙ্গের জন্য আলাদা আলাদা দোয়া পাঠ করাও বিদাত।

১০. তন্দ্রা ওযু নষ্ট করে না। বরং গভীর ঘুম হলে ওযু নষ্ট হবে।

১১. অপবিত্র স্থানের উপর পবিত্র জায়নামায বা কাপড় বিছিয়ে সালাত আদায় করলে সালাত সঠিক হয়ে যাবে; কারণ অপবিত্র ও তার মাঝে পবিত্র জিনিসের পর্দা হয়েছে।

১২. ওযু সঠিক হওয়ার জন্য আওরত (লজ্জাস্থান) ঢাকা শর্ত নয়। তাই আওরত খোলা অবস্থায় ওযু করলে ওযু সঠিক হয়ে যাবে। তবে এমনটা না করাই উত্তম।

১৩. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে সঠিক মতে ওযু নষ্ট হবে না। তবে মায়্যেতের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। আর গোসলের সময় মায়্যেতের আওরত স্পর্শ করা বৈধ নয়।

১৪. ওযু করার পরে মাথায় মেহদি লাগালে ওযু নষ্ট হবে না।

১৫. বাথরুমে খালি পায়ে প্রবেশ করলে ওযু নষ্ট হবে না।

১৬. দাঁতের ফাঁকের মাঝে খাদ্যাংশ থাকা অবস্থায় ওযু করলে ওযু হয়ে যাবে। তবে প্রয়োজনে খাওয়ার পর দাঁত খেলাল করা উত্তম এবং দাঁতের রোগ থেকে বেঁচে থাকার এক উত্তম পন্থা।

১৭. নখ ও চুল কাটলে ওযু নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে বাচ্চাকে দুধ পান করালেও নষ্ট হবে না।

অপবিত্রতার প্রকার

অপবিত্রতা দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: ছোট অপবিত্রতা:

ওযু ভঙ্গকারী কোন কাজ ঘটলে ছোট অপবিত্রা হয়। যতক্ষণ অপবিত্রতা দূর না করা হবে ততক্ষণ সালাত সঠিক হবে না। আর এ অপবিত্রতা ওযু বা তায়াম্মুম দ্বারাই দূর হতে পারে। যে ব্যক্তি সর্বদা অপবিত্র থাকে। যেমন: সর্বদা পেশাব ঝরা বা বায়ু বা মযী বের হওয়া কিংবা এস্তেহাযার রোগী বা। সে পরিস্কার হয়ে পেশাব ঝরার স্থানে তুলা বা অন্য কিছু রেখে দেবে যাতে করে পেশাব কাপড়ে ও শরীরে ছড়িয়ে না যায়। অত:পর প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাতের জন্য নতুন করে ওযু করবে। যদি জোহরের প্রথম সময়ে ওযু করে, তাহলে জোহরের ফরজ ও সুন্নত এবং নফল সালাত আদায় করবে। আর যদি কাজা সালাত থাকে তবে সেগুলোও আদায় করে নেবে। এভাবে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হলে আবার নতুন করে

ওযু না করা পর্যন্ত যেন আসরের সালাত আদায় না করে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ বড় অপবিত্রতাঃ

ইহা নিম্নের কার্যাদি দ্বারা সংঘটিত হয়। আর গোসল ফরজ হওয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১. আনন্দ সহকারে ও দ্রুত গতিতে বীর্যপাত হলে।

২. স্বামী-স্ত্রীর সহবাস করলে যদিও বীর্যপাত না ঘটে। ইসলামের প্রথম যুগে বীর্যপাত না হলে গোসল ফরজ হত না। পরবর্তীতে সে বিধান রহিত করা হয়েছে।

৩. স্বপ্নদোষ তথা ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর কাপড়ে বীর্য পাওয়া গেলে। ইহা মহিলাদেরও হয়।

৪. মহিলাদের হায়েয (মাসিক রক্ত স্রাব) ও নেফাস (প্রসবোত্তর কালীন রক্ত স্রাব) হলে। উল্লেখিত কাজগুলোর কোন একটি সংঘটিত হলে বড় অপবিত্রতা হয়। মহিলাদের হায়েয ও নেফাস বন্ধ হওয়ার পর পবিত্রতার জন্য গোসল করা ফরজ হয়ে যায়।

ফরজ গোসলের পদ্ধতি

অন্তরে নিয়তের মাধ্যমে গোসল করা নির্ধারণ হয়। কুলি ও নাকে পানি প্রবেশ করে সমস্ত শরীরে পানি ঢাললে গোসল পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে গোসল করা সুন্নত:

১. মুখে উচ্চারণ ছাড়াই নিয়ত করবে।
২. এরপর "বিসমিল্লাহ্" বলবে।
৩. দু'হাত তিনবার ধৌত করবে।
৪. অত:পর লজ্জাস্থান ভাল করে ধৌত করবে।
৫. হস্তদ্বয় আরো একবার ধৌত করবে এবং দু'হাত মাটি বা সাবান ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করবে।
৬. সালাতের ওযুর মত পূর্ণ ওযু করবে। কিন্তু যদি ওযুর সময় পাদ্বয় না ধৌত করে তবে গোসল শেষে ধুয়ে নেবে।
৭. তিনবার মাথায় পানি ঢালবে।
৮. শরীরের প্রথমে ডান পরে বাম পার্শ্বে পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ধৌত করবে।

৯. গোসল শেষে ওযুর সময় পাদ্বয় ধৌত না করে থাকলে ধৌত করে নিবে।

গোসলের কিছু জরুরি বিধান

@ বড় অপবিত্রতা পানি দ্বারা গোসল ছাড়া দূর হবে না। তবে পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে সমস্যা হলে তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট।

@ ছোট-বড় অপবিত্র অবস্থায় কোন পর্দা ছাড়া কুরআন মজীদ স্পর্শ করা হারাম।

@ জুনবীর (বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র হওয়া) জন্য সঠিক মতে কুরআন পড়া জায়েয না। আবার কারো মতে জায়েয আছে। কিন্তু হায়েয বা নেফাস ও ছোট অপবিত্রতা অবস্থায় পর্দার মাধ্যমে স্পর্শ করে পড়া জায়েয নতুবা নয়। যেমন: হাত মোজা পরিধান করে কুরআন বহণ করা কিংবা কলম বা অন্য কিছু দ্বারা কুরআনের পাতা উল্টানো জায়েয।

@ হায়েয ও নেফাস অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। বিশেষ করে প্রয়োজন হলে যেমন:

শিক্ষিকার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর জন্য। এ ছাড়া বিশেষ করে ছাত্রীদের জন্য পরীক্ষার সময় কিংবা ভুলে যাওয়ার ভয় থাকলে। আর এ অবস্থায় কুরআন না পড়ার ব্যাপারে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই দুর্বল যা আমলের যোগ্য নয়।

@ গোসলের সময় মহিলাদের মাথার বেণী বা খোঁপা খোলা জরুরি নয়। যদি খুলে দেয় তবে উত্তম।

@ ফরজ গোসলের সময় চুলের উপর ভাগ ধুলে যথেষ্ট হবে না বরং মাথার চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ওয়াজিব।

@ মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে যদি ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে ভিজা পায় তাহলে গোসল করা ফরজ। আর কোন প্রকার লক্ষণ না পেলে গোসল করতে হবে না।

@ স্বপ্নদোষ হওয়ার পরে যদি গোসল ছাড়াই সালাত আদায় করে থাকে, তবে যত ওয়াক্ত সালাত এ অবস্থায় আদায় করেছে তা অনুমান করে কাজা করে নেবে।

@ যদি কোন মহিলা স্বপ্নে কোন পুরুষকে তার সঙ্গে বা সে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করতে দেখে তাতে কোন পাপ হবে না; কারণ ঘুমের সময় মানুষের কলম বন্ধ থাকে।

@ যদি কোন নারী তার নিজের বা অন্যের লজ্জাস্থানে এস্তেনজা বা মলম ব্যবহার কিংবা অন্য কোন কারণে হাত প্রবেশ করে তাতে গোসল ওয়াজিব হবে না। তবে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে।

@ যদি কোন মহিলা সে জুনবী (বীর্যপাত ঘটিত অবিত্র ব্যক্তি) কি না সন্দেহ করে। তবে সন্দেহের জন্য গোসল ওয়াজিব হবে না; কারণ আসল হলো জুনবী না হওয়া।

@ সহবাসের পর ওযু ছাড়া ঘুমানো জায়েয। তবে ওযু করার পর ঘুমানো উত্তম; কারণ নবী [ﷺ] ইহা করতেন এবং নির্দেশও করেছেন। আর মনে রাখতে হবে যে, এ অবস্থায় ওযু ছাড়া ঘুমালে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। আর সর্বোত্তম হলো গোসলের পরে ঘুমানো।

@ জুনবী অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করানো যাবে কোন অসুবিধা নেই। তবে ওযু করে পান করানো উত্তম এবং গোসল করে হলে সর্বোত্তম।

@ একই সাথে একাধিক গোসল ফরজ হলে। যেমনঃ হায়েয ও নেফাস বা হায়েয ও সহবাস (যদিও হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম) কিংবা হায়েয ও স্বপ্নদোষ, তাহলে সবগুলোর জন্য এক সঙ্গে নিয়ত করে একবার গোসল করলেই যথেষ্ট হবে।

@ জুনবীর শরীর পবিত্র তাই গোসলের পূর্বে কোন খাওয়ার পাত্র বা হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি স্পর্শ করা জায়েয। স্পর্শ করার ফলে স্পর্শকৃতবস্তু অপবিত্র হবে না। অনুরূপ হায়েয ও নেফাস অবস্থায় স্পর্শ করা জায়েয ও অপবিত্র হয় না।

@ যদি ফরজ গোসলকারী ছোট-বড় অপবিত্রতা থেকে একই সঙ্গে পবিত্র হওয়ার জন্য নিয়ত করে কুলি ও নাকে পানি দিয়ে শুধু গোসল করে, তাহলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু উত্তম হলো পরিস্কার ক'রে অত:পর ওযু করা এরপর গোসল পূর্ণ করা; কারণ

নবী [ﷺ] এরূপ করেছেন। অনুরূপ হায়েয ও নেফাসের মহিলারাও করবে।

@ আর যদি গোসল ফরজ না হয় যেমনঃ জুমার দিনের গোসল বা ঠাণ্ডা কিংবা পরিস্কারের জন্য গোসল, তবে ছোট-বড় অপবিত্রতার একসঙ্গে নিয়ত করে শুধু গোসল করলে ওযুর জন্য যথেষ্ট হবে না; কারণ ওযুতে তরতীব তথা পর্যায়ক্রম শর্ত।

@ ফরজ গোসলের জন্য পুকুরে বা হাওজে কিংবা ঝর্নার নিচে সমস্ত শরীর ধুয়ে নিলে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

@ মাথার চুল বা খুস্কির জন্য ডিম বা লেবু মিশ্রিত শ্যাম্পু কিংবা ডাবের পানি ইত্যাদি চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা জায়েয। আর বাথরুমে ধুলেও কোন অসুবিধা নেই তবে বাইরে ধোয়াই উত্তম।

@ গোসলের পর বীর্য বের হলে নতুন করে গোসল করা প্রয়োজন নেই। কারণ শাহওয়াত (কাম-বাসনা) ব্যতীত বের হয়েছে যার বিধান পেশাবের ন্যায়। পরিস্কার করে ওযু করলেই চলবে।

@ কিন্তু যদি স্বামী-স্ত্রীর স্পর্শে বা চুমা ইত্যাদি দেয়ার কারণে নতুন করে কাম-বাসনার জন্য বীর্য বের হয় তবে ইহা নতুন বীর্য, যার ফলে নতুন করে গোসল করা ফরজ হবে। তবে মযী (কামরস) বের হলে গোসল করতে হবে না।

@ হায়েয, বীর্যপাত ও সহবাসের কারণে ফরজ গোসল ফজর পর্যন্ত দেরী করা জায়েয আছে। তবে অবশ্যই সূর্য উঠার পূর্বেই গোসল করে সালাত আদায় করতে হবে। তাই দেরী করে সালাত কাজা করা চলবে না।

@ গোসলের শুরুতে ওযুর সময় "বিসমিল্লাাহ" এবং শেষে ওযুর দোয়া পড়বে।

তায়াম্মুম

পানির পরিবর্তে পবিত্র মাটিকে ছোট-বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য একটি বিশেষ মাধ্যম করা হয়েছে। পানি না পেলে বা ব্যবহারে অপারগ হলে যে কোন সময় তায়াম্মুম করা জায়েয। আর একবার তায়াম্মুম সমস্ত ছোট-বড় অপবিত্রতার জন্য যথেষ্ট হবে যদি নিয়ত করে।

2 কার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধঃ

যে ব্যক্তির ওযু নষ্ট বা গোসল ওয়াজিব হয়, তার জন্য বাড়ীতে বা সফরে নিম্নের কোন একটি কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ।

১. যদি পানি না পায় তাহলে তায়াম্মুম করা বৈধ।
২. যদি ওযু বা গোসল করার জন্য যথেষ্ট পানি না পায়, তাহলে যতটুকু ওযু বা গোসলের অংশ ধৌত করা সম্ভব ততটুকু ধুবে এবং বাকি অংশের জন্য তায়াম্মুম করবে।

৩. যদি পানি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয় আর ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে এবং গরম করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করা বৈধ।

৪. যদি ক্ষতস্থান থাকে বা এমন রোগ হয় যে, পানি ব্যবহারে রোগ বেড়ে যাবে কিংবা ভাল হতে দেরী হবে, তাহলে তায়াম্মুম করা বৈধ।

৫. যদি পানি ও তার মাঝে কোন শত্রু বা আগুন কিংবা ডাকাত বাধা প্রদান করে। অনুরূপ নিজের বা সম্পদের, কিংবা আবরু-ইজ্জতের উপর ক্ষতির আশঙ্কা করে। অথবা এমন অসুস্থ হয় যে, নড়াচড়া করতে পারে না এবং পানি দেয়ার মত কেউ না থাকে তবে এসব অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ।

৬. যদি পিপাসা ও ধ্বংস হওয়ার ভয় করে এমতাবস্থায় পানি মওজুদ রেখে ওযু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা বৈধ।

৭. তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ

(ক) মুখে উচ্চারণ ছাড়াই অন্তরে নিয়ত করবে।

(খ) “বিসমিল্লাহ” বলবে।

(গ) মাটিতে দু'হাত একবার মারবে। অত:পর হাতদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ্ করবে। তারপর হাতের পাঞ্জাদ্বয়ের উপরের ভাগ মাসেহ করবে। প্রথমে বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পাঞ্জার উপর অত:পর ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পাঞ্জার উপর মাসেহ করবে। হাতের কব্জি মাসহের অন্তর্ভুক্ত। আর কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা ও একাধিবার মাটিতে হাত মারার হাদীস অতি দুর্বল।

৮. তায়াম্মুম নষ্টের কারণঃ

(ক) ওযু নষ্টের যে কোন কারণ বা যা দ্বারা গোসল ফরজ হয়।

(খ) পানি পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহার না করার কারণ চলে গেলে।

৯. যদি পানি ও মাটি কোনটাই না পাই অথবা পেল কিন্তু ব্যবহারে অপারগ হয় যেমনঃ বেঁধে রাখা ব্যক্তি, তাহলে ঐ অবস্থাতেই সালাত আদায় করবে। এ সময় তার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা

মাফ হয়ে যাবে। তবে ওযুর নিয়ত করেই সালাত আদায় করবে।

১০. যদি কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করার পর সময়ের মধ্যে পানি পায় অথবা পানি ব্যবহার করার সুযোগ হয় কিংবা ব্যবহার করতে সক্ষম হয় অথবা পানি ও মাটি কোনটাই পেল না বা পেলেও ব্যবহারে অপারগ, তাহলে এসব অবস্থায় সালাত আদায় করে নিলে আবার সালাত আদায় করতে হবে না যদিও সময় থাকে।

2 মোজা, পাগড়ি, উড়না এবং ব্যান্ডেজ-পট্টি ও প্লাস্টারের উপর মাসেহ করার বিধানঃ

১. মোজা চামড়া, রেক্সিন ও কাপড় ইত্যাদির হতে পারে।

২. যে কোন মোজার উপর মুকীম (বাড়িতে অবস্থানকরীর) জন্য এক দিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত মাসেহ করা জায়েয।

৩. **মোজার উপর মাসেহ করার শর্তসমূহঃ**

(ক) পবিত্র তথা পূর্ণ ওযু অবস্থায় পরিধান করা।

(খ) ছোট অপবিত্রতার জন্য মাসেহ হওয়া।

(গ) শরীয়তে নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে মাসেহ করা।

(ঘ) মোজা, পাগড়ী, উড়না ইত্যাদি পবিত্র হওয়া।

(ঙ) ধোয়ার জন্য যে স্থান ফরজ তা আবৃত করে রাখে এমন হওয়া।

(চ) হালাল হওয়া; কারণ হারাম যেমনঃ চুরি বা ছিনতাই-লুটতারাজ করা বা পুরুষের জন্য রেশমী হলে জায়েয নয়।

(ছ) মাসেহ করার পর সময়ের মধ্যে না খোলা।

৪. মাসেহ বাতিল হওয়ার কারণসমূহঃ

- মোজা ইত্যাদির উপর মাসেহ করার পর খুলে নিলে।
- গোসল ফরজ হলে যেমনঃ সহবাস, হায়েয, নেফাস ইত্যাদি।
- মাসহের সময় সীমা শেষ হলে। সঠিক মতে এক সালাতের জন্য মাসেহ করার পর অন্য সালাতের সময় হলে মাসেহ বাতিল হবে না।

- মোজা বড় ধরণের ফেটে বা ছিদ্র হয়ে অঙ্গ প্রকাশ পেলে।

৫. মাসেহ করার পদ্ধতি:

(ক) চামড়া বা কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি:

হাত পানিতে প্রবেশ করাবে বা ভিজাবে অত:পর পায়ের উপরভাগ আঙ্গুলের মাথা থেকে পায়ের নলার কিছু অংশ একবার মাসেহ করবে। পায়ের নিচ ও পেছন ভাগ মাসেহ করতে হবে না। জুতাসহ মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে। যদি জুতাসহ মোজার উপর মাসেহ করে তবে জুতা খুলবে না, খুললে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) মজবুত করে বাঁধা পাগড়ী ও উড়নার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি:

এগুলোর শুধুমাত্র উপরে মাসেহ করলেই চলবে। আর মাথার সামনে কিছু অংশের উপর মাসেহ করে বাকি পাগড়ী ও উড়নার উপর মাসেহ করলেও জায়েয।

(গ) ব্যান্ডিজ, পট্টির ও প্লাস্টারের উপর মাসেহ করার পদ্ধতি:

ক্ষতস্থান ওযুর জায়গা হলে তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে যেমনঃ

প্রথম অবস্থাঃ যদি ক্ষতস্থান খোলা হয় এবং ধুলে কোন অসুবিধা না হয় তাহলে ধৌত করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ যদি ক্ষতস্থান খোলা এবং ধুলে ক্ষতি হয় এবং মাসেহ করলে কোন ক্ষতি নেই তাহলে মাসেহ করবে।

তৃতীয় অবস্থাঃ যদি ক্ষতস্থান খোলা হয় এবং ধুয়া ও মাসেহ করা উভয়টা ক্ষতিকর হয়, তাহলে ক্ষতস্থানের উপর পট্টি বা ব্যান্ডেজ বেঁধে তার উপর মাসেহ করবে। আর ব্যান্ডেজ বা পট্টি বাঁধা সম্ভব না হলে তার জন্য তায়াম্মুম করবে।

চতুর্থ অবস্থাঃ যদি ক্ষতস্থানের উপর ব্যান্ডেজ বা পট্টি বাঁধা থাকে, তাহলে ওযুর স্থানের যতটুকু স্থান ততটুকুর উপর মাসেহ করবে।

৬. ব্যান্ডেজ ও পট্টির কিছু বিধানঃ

@ প্রয়োজন ছাড়া মাসেহ করা জায়েয নেই।

@ ওযুর স্থানের উপর বাঁধা সমস্ত ব্যান্ডেজ বা পট্টির উপর মাসেহ করতে হবে।

@ এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়-সীমা নেই।

@ ছোট-বড় যে কোন অপবিত্রতার জন্য মাসেহ করা যাবে।

@ সঠিক মতে বাঁধার পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত নয়।

@ সঠিক মতে একবার মাসেহ দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করতে পারবে।

হায়েয-মাসিক ঋতুস্রাব

(১) হায়েযের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

কোন জিনিসের প্রবাহ ও চলমানকে হায়েয বলে। ইসলামের পরিভাষায়: যুবতী নারীর জরায়ুর ভিতর হতে সৃষ্টিগত স্বাভাবিকভাবে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত রক্তস্রাবকে হায়েয বলা হয়। [কোন কারণ বা রোগ কিংবা জখম-ঘা অথবা ভ্রূণ স্খলন বা বাচ্চা প্রসব ছাড়াই হতে হবে।]

(২) হায়েযের বিজ্ঞচিত কারণ:

ইহা গর্ভস্থিত ভ্রূণের উপযুক্ত আহার যা আল্লাহ তা'য়ালা নাভির মাধ্যমে খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর এ জন্যই গর্ভবতী অবস্থায় ও বাচ্চা দুধ পানের প্রথম দিকে মহিলাদের সাধারণত মাসিক বন্ধ থাকে। এ ছাড়া হায়েয না হলে মহিলাদের ডিম্বকোষ তৈরী হবে না, যার কারণে বাচ্চা হওয়ারও আশা করা যাবে না। আর ইহা দ্বারা গর্ভের খবর জানা ও ইদ্দত ইত্যাদির হিসাব গণনা করাও যায়।

(৩) হায়েয হওয়ার সময়ঃ

সাধারণত বার বছর বয়স থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে। কখনো আবার শারীরিক অবস্থা বা সমাজ কিংবা আবহাওয়া ভেদে এর পূর্বে বা পরেও হতে পারে। বিদ্বানগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে অনেক মতভেদ করেছেন যার প্রমাণে কোন দলিল নেই। তাই যখনই হায়েযের রক্ত দেখবে চাই নয় বছরের পূর্বে হোক বা পঞ্চাশ বছরের পরে হোক তখনই উহা হায়েয বলে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা হায়েয হওয়া না হওয়ার সাথে বিভিন্ন বিধান জুড়ে দিয়েছেন কোন নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে নয়। তাই নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারণ করতে প্রয়োজন কুরআন অথবা বিশুদ্ধ হাদীসের দলিল যার কোন প্রমাণ নেই। [শাইখ ইবনে উসাইমীন, মাজমূ': ১/৩৮৬]

(৪) হায়েযের সময়-সীমাঃ

হায়েযের নির্দিষ্ট সময়-সীমা নিয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইবনুল মুনযির (রহ:) বলেনঃ কিছু সংখ্যক বিদ্বান বলেছেন, হায়েযের কম-বেশীর নির্দিষ্ট কোন দিন নেই। অতএব, সঠিক মতে

হায়েযের সর্বনিম্নের ও উর্ধ্বের বয়স কত? কিংবা নির্দিষ্ট কম-বেশী কত দিন বা দু'পবিত্রতার মাঝের সবচেয়ে কম সময় কত? এগুলোর কোনটিরও নির্দিষ্ট কোন কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ হয়নি।

ইহাই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর পছন্দনীয় মত। শাইখ ইবনে উসাইমীন (রহঃ) ও এই মতটিকে প্রধান্য দিয়েছেন; কারণ এর পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ প্রমাণ করে।

প্রথম দলিলঃ আল্লাহর বাণীঃ

y x w v u t r q p [

z | } ~ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ

أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ Z البقرة: ٢٢٢

“এবং তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলুন, ইহা নোংরা জিনিস, হায়েয অবস্থায় মহিলাদের থেকে দূরে থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেওনা।” [বাকারাঃ ২২২]

এখানে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধের সময় সীমা **পবিত্রতাকে** করেছেন। একদিন একরাত বা তিনদিন কিংবা পনের দিনকে করেননি। অতএব, কারণ হায়েয থাকা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত। তাই যখনই হায়েয পাওয়া যাবে তখন তার বিধান বর্তাবে। আর যখন পাওয়া যাবে না তখন তার বিধান প্রজোয্য হবে না।

দ্বিতীয় দলিলঃ

আয়েশা (রা:) যখন উমরার এহরাম অবস্থায় ঋতুবতী হয়ে পড়েন তখন নবী [ﷺ] তাঁকে বলেনঃ "পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তওয়াফ ছাড়া হাজীরা যা যা করে সবকিছুই কর। আয়েশা (রা:) বলেন, কুরবানির (১০যিল হজ্ব) দিন আমি পবিত্র হই। [মুসলিম]

রসূলুল্লাহ [ﷺ] নিষিদ্ধ সীমা পবিত্রতাকে নির্ধারণ করেছেন কোন নির্দিষ্ট সময়কে নয়। সুতরাং বিধান হায়েয তথা রক্ত স্রাব থাকা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত কোন সময়ের সাথে নয়।

তৃতীয় দলিলঃ

হায়েযের সাথে বহুবিধ বিধান সম্পৃক্ত। যেমনঃ সালাত, রোজা, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি। এসবের প্রয়োজন বর্ণনাতীত তার পরেও কুরআন-সুন্নাহ এ ব্যাপারে নিরব। অতএব, নিজেদের পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা নির্ধারণ করা কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী।
[শাইখ ইবনে তাইমিয়া, রিসালাহ্ 'আল-আসমা আল্লাতী 'আল্লাকাহা আশশারি' আল-আহকামু বিহা'- পৃঃ ৩৫]

(৫) হায়েযের রক্তের আলামত -লক্ষণঃ

১. দুর্গন্ধ ও পঁচা রক্ত হওয়া।
২. রক্তের রঙ কালো হওয়া।
৩. গাঢ় হওয়া পাতলা না হওয়া।
৪. বের হওয়ার পর জমাট না বাঁধা।

(৬) হায়েযের রক্তের রঙঃ

১. কালো রঙ যা বেশির ভাগ মহিলাদের হয়ে থাকে।
২. লাল রঙ যা আসল রক্তের রঙ।

৩. হলদে রঙ যা পুঁজের মত হয়ে থাকে।
৪. মেটে রঙ যা কাল ও সাদার মাঝের তথা বাদামী রঙ।

(৭) গর্ভাবস্থায় হায়েযঃ

সাধারণত এ অবস্থায় মহিলাদের হায়েয হয় না; কারণ ইহা গর্ভের বাচ্চার খাদ্যে পরিণত হয়ে যায়। হাঁ, যদি প্রসববেদনাসহ দু'তিন দিন পূর্বে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে উহা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি প্রসবের অনেক পূর্বে বা অল্পদিন আগে প্রসববেদনা ছাড়াই প্রবাহিত হয়, তবে উহা হায়েয বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি তার পূর্বের হায়েযের অভ্যাসমত বের হয় তাহলে হায়েয। আর হায়েয অবস্থায় যে বিধান বর্তাবে তা গর্ভাবস্থায় হায়েয হলেও তাই হবে। কিন্তু দু'টি বিষয় ছাড়াঃ

(এক) গর্ভাবস্থায় হায়েয হলেও তালাক দেওয়া জায়েয; কারণ গর্ভাবস্থা তালাকের ইদ্দত তথা উপযুক্ত সময়। কিন্তু সাধারণভাবে হায়েয অবস্থায় তালাক

দেওয়া হারাম; কারণ তখন তালাক দেওয়ার ইদ্দত নয়।

(দুই) গর্ভাবস্থায় হায়েয হলেও তার ইদ্দত বাচ্চা প্রসব দ্বারাই গণ্য হবে হায়েয দ্বারা নয়।

(৮) হায়েযের জরুরি অবস্থাসমূহ:

১. মাসিক কম-বেশি হওয়া: যেমন: কারো সাধারণত ৬ দিন হয় কিন্তু ৭ দিন পর্যন্ত হলো কিংবা ৭ দিন হয় ৬ দিন হলো।

২. মাসিক আগে-পরে হওয়া: যেমন: সাধারণত নিয়ম হলো মাসের শেষে হওয়া কিন্তু মাসের শুরুতে হলো অথবা মাসের শুরুতে হয় শেষে হলো।

উল্লেখিত দু'অবস্থার সঠিক বিধান হলো: যখনই রক্ত দেখবে তখনই হায়েয। আর যখন পবিত্র হবে তখন পবিত্র বলে গণ্য করবে।

৩. হলদে বা মেটে রঙ হওয়া: যদি হায়েয অবস্থায় বা পবিত্র হওয়ার পূর্বে শেষাংশে হয়, তবে ইহা হায়েয। আর যদি পবিত্র হওয়ার পরে হয়, তবে হায়েয বলে গণ্য হবে না।

উম্মে আতিয়া (রা:) বলেন: "আমরা পবিত্র হওয়ার পর হলদে ও মেটে রঙের রক্তকে হায়েয বলে গণ্য করতাম না।" [আবু দাউদ, সনদ বিশুদ্ধ]

৪. অনিয়মতান্ত্রিক মাসিক হওয়া: যেমন: এক দিন হায়েয আর পরের দিন পরিস্কার। এর দু'অবস্থা:

(ক) এমনটি প্রতি মাসিকে সর্বাস্থায় হয় তবে ইহা এস্তেহাযা (প্রদর-লিকুরিয়া রোগ)। [পরে এর বিস্তারিত বর্ণনা আসবে]

(খ) সর্ব অস্থায় হয় না বরং কখনো কখনো এমন হয় এবং তার পবিত্রতার সঠিক নির্দিষ্ট সময়ও আছে, তবে সঠিক মতে এর বিধান হলো মধ্যের ভাল অবস্থায়ও হায়েয বলেই গণ্য হবে। কিন্তু মাঝের ঐ দিনে যদি পবিত্রতার সাদাস্রাব দেখা যায়, তবে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

৫. ভিজা-ভিজা অনুভব করা: যদি হায়েয অবস্থায় বা পবিত্র হওয়ার পূর্বে শেষাংশে হয়, তবে ইহা হায়েয আর যদি পবিত্র হওয়ার পরে হয় তবে হায়েয বলে গণ্য হবে না।

(৯) হায়েয বন্ধ হয়েছে তা জানার পদ্ধতি:

রক্ত বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারবে। আর এর জন্য দু'টি লক্ষণ রয়েছে:

প্রথম: সাদাস্রাব: সাদাস্রাব যা হায়েয শেষে জরায়ু থেকে বের হয়ে থাকে। ইহা সাধারণত চুনের পানির মত সাদা রঙ্গের হয়, তবে কোন কোন মহিলার অন্য রঙেরও হতে পারে। আর কারো সাদা সুতার মত বের হয়।

দ্বিতীয়: শুষ্কতা: ইহা জানার জন্য পরিস্কার নেকড়া বা কিছু তুলা লজ্জাস্থানে প্রবেশ করিয়ে বের করলে শুষ্ক পাওয়া গেলে। এতে কোন প্রকার রক্ত বা হলদে কিংবা মেটে রঙের কিছুই না দেখা যায় না।

(১০) হায়েয অবস্থার বিধানসমূহ:

(ক) সালাত:

সর্বপ্রকার সালাত ফরজ-নফল আদায় করা হারাম এবং আদায় করলেও সঠিক হবে না। হায়েয অবস্থায় ছেড়ে দেয়া সালাত কাযা করার প্রয়োজন নেই। তবে যদি পূর্ণ এক রাকাত সালাতের সময় শুরু থেকে হোক বা শেষ থেকে হোক পায়, তবে পবিত্র

হওয়ার পর সে ওয়াক্ত সালাত কাযা করতে হবে। যেমন:

@ সূর্য ডুবার পর এক রাকাত সালাত আদায় করার পরিমাণ সময় হওয়ার পরে হায়েয হলে পবিত্র হওয়ার পর সে ঐ মাগরিবের সালাত কাযা করবে; কারণ সে পূর্ণ এক রাকাতের সময় পেয়েছিল।

@ সূর্য উঠার পূর্বে এক রাকাত সালাত আদায় করার পরিমাণ সময়ের আগে পবিত্র হলে সে ঐ দিনের ফজরের সালাত কাযা করবে; কারণ সে পূর্ণ এক রাকাতের সময় পেয়েছিল।

@ আর যদি পূর্ণ এক রাকাত আদায় পরিমাণ সময় না পায় তবে সে ওয়াক্ত সালাত পরে কাযা করতে হবে না; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:"যে সালাতের এক রাকাত পেল সে সালাত পেল।" [বুখারী ও মুসলিম] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি এক রাকাতের কম পাবে সে সালাত পেল না।

@ যদি আসরের এক রাকাত পায় তবে আসরের সাথে জোহরের সালাত। অনুরূপভাবে যদি এশার

এক রাকাত পায় তবে মাগরিবেরও সালাত কাযা কারতে হবে কি? এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে তবে সঠিক মত হলোঃ যে ওয়াক্ত পেয়েছে অর্থাৎ আছর ও এশা কাযা করতে হবে তার সাথে জোহর ও মাগরিব কাযা করতে হবে না; কারণ নবী [ﷺ]-এর বাণী:"যে সূর্য ডুবার পূর্বে আসরের এক রাকাত পেল সে আসর পেল।" [বুখারী ও মুসলিম] এখানে রসূলুল্লাহ [ﷺ] জোহর ও আসর পেল বলেননি।

(খ) জিকির-আজকার ও দোয়া পাঠ এবং আমীন বলা, তসবীহ্-তাহলীল, বিসমিল্লাহ বলা, হাদীস-ফিকাহ ইত্যাদি ইসলামি বই পড়া, কুরআন শুনা ও পাঠ করা সবই জায়েয।

নবী [ﷺ] আয়েশা (রা:)-এর হায়েয অবস্থায় তার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

উম্মে আতীয়্যার হাদীসে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি:"ঈদগাহে স্বাধীন, অন্ত:পুরী ও ঋতুবতী সকল মহিলারা যাবে এবং কল্যাণে ও

মুমিনদের দোয়াতে শরিক হবে, তবে ঋতুবতীরা ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে। [বুখারী ও মুসলিম]

কুরআন তেলাওয়াত মুখে উচ্চারণ, দেখে বা অন্তর দিয়ে সবই পড়া জায়েয। আর বিশেষ করে প্রয়োজন হলে যেমনঃ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে বা শিক্ষিকাকে ছাত্রীদের পড়াতে হয় কিংবা ছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য পড়তে হয় ইত্যাদি কারণে। এ অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে না বলে প্রচলিত যেসব ফতোয়া আছে সে ব্যাপারে কুরআন ও কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই। এ বিষয়টি নবী [ﷺ]-এর যুগে একটি জরুরি বিধান ছিল তার পরেও এ ব্যাপারে কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ নিরব। অতএব, কোন সঠিক দলিল ছাড়া দ্বীনের কোন বিধানের ফতোয়া দেয়া মুটেই ঠিক হবে না।

(গ) সিয়াম (রোজা রাখা):

- ফরজ-নফল যে কোন সিয়াম (রোজা) রাখা হারাম। ফরজ সিয়াম পরে কাযা করবে। আয়েশা (রা:) বলেন: "আমাদের হায়েয হলে সিয়াম

কাযার জন্য নির্দেশ করা হত আর সালাত কাযার জন্য আদেশ করা হত না।" [বুখারী ও মুসলিম]

- রোজা অবস্থায় হায়েয হলে রোজা বাতিল হয়ে যাবে যদিও সূর্য ডুবার একটু পূর্বে হোক না কেন এবং পবিত্র হওয়ার পরে ফরজ রোজা হলে তা কাযা করা ওয়াজিব। আর যদি সূর্যাস্তের পূর্বে হায়েয বের হওয়ার অনুভূতি হয় কিন্তু বের হয় সূর্যাস্তের পরে তবে সঠিক মতে তার সে দিনের রোজা সঠিক হবে এবং কাযা করতে হবে না।
- যদি হায়েয অবস্থায় ফজর হয়ে যায়, তবে রোজা সঠিক হবে না যদিও ফজরের একটু পরে পবিত্র হয়ে যায় না কেন।
- যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়ে যায় আর গোসলের পূর্বে রোজা রাখে, তবে সঠিক হয়ে যাবে। আয়েশা (রা:) বলেন:"নবী [ﷺ] রমজান মাসে স্ত্রী সহবাস করত: জুনবী অবস্থায় প্রভাত করতেন। (সেহরী খাওয়ার সময় হত) অত:পর রোজা রাখতেন।" [বুখারী ও মুসলিম]

(ঘ) বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ:

© কা'বা ঘরের ফরজ-নফল সকল তওয়াফ করা হারাম। আর করলেও সঠিক হবে না; তওয়াফের জন্য পবিত্রতা শর্ত। নবী [ﷺ] আয়েশা (রা:)কে বলেন: "পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফ ছাড়া হাজীরা যা যা করে সবই কর।" [মুসলিম]

© পবিত্র অবস্থায় তওয়াফ শেষ করার পরে বা সাফা-মারওয়া সাঈ অবস্থায় যদি হায়েয শুরু হয় তবে কোন অসুবিধা নেই; কারণ সাফা-মারওয়া মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সাঈর জন্য পবিত্রতাও শর্ত নয়।

© হজ্বের সকল কাজ শেষে যদি বিদায় তওয়াফের পূর্বে হায়েয শুরু হয় তবে বিদায় তওয়াফ করার প্রয়োজন নেই। তওয়াফ ছাড়াই চলে আসবে। ইবনে আব্বাস (রা:) এর হাদীসে তিনি বলেন: "হাজীদের বিদায় তওয়াফের জন্য আদেশ করা হয়েছে তবে ঋতুবতী মহিলাদের জন্য ইহা সহজ করে দেওয়া হয়েছে।" [বুখারী ও মুসলিম]

© হজ্ব ও উমরার তওয়াফ পবিত্র হওয়ার পর অবশ্যই করতে হবে।

(ঙ) মসজিদ, ঈদগাহ ও মুসল্লায় বসা ও অবস্থান করাঃ

এসব হারাম তবে প্রয়োজনে অতিক্রম করা জায়েয আছে। যেমনঃ ছোট বাচ্চা মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করেছে এবং তাকে বের করার কেউ নাই তখন ঢুকে বের করা। আর জরুরি অবস্থায় অবস্থান করাও জায়েজ রয়েছে। যেমনঃ সফরকালে রাস্তায় নামাজের সময় তাকে মসজিদের বাইরে রাখলে আক্রমণ বা ভয়ের আশঙ্কা হলে ভিতরে নিয়ে অবস্থান করানো।

(চ) সহবাসঃ

স্বামীর জন্য হায়েয অবস্থায় সহবাস করা এবং স্বামীকে সহবাসের জন্য সুযোগ করে দেওয়া হারাম। আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

y x w v u t r q p [

يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ ~ } | z

أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ Z البقرة: ٢٢٢

"এবং তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলুন, ইহা নোংরা জিনিস, হায়েয অবস্থায় মহিলাদের থেকে দূরে থাক (সহবাস কর না) এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেওনা (সহবাস কর না)।" [বাকারা: ২২২]

তবে সঙ্গম ছাড়া অন্য যে কোন কাজ যেমন: চুমা দেয়া, জড়িয়ে ধরা বা শরীরের সাথে শরীর ঘর্ষণ ইত্যাদিভাবে যৌন চাহিদা মিটাতে পারে। নবী [ﷺ] বলেন, স্ত্রীদের হায়েয অবস্থায় "সঙ্গম ব্যতীত তোমরা সবকিছুই কর।" [মুসলিম] মা আয়েশা (রা:) বলেন:"হায়েয অবস্থায় নবী [ﷺ] আমাকে নেংটি পরার নির্দেশ করলে আমি পরতাম। অত:পর তিনি আমার শরীর সাথে তাঁর শরীর ঘর্ষণ করতেন।" [বুখারী ও মুসলিম]

(ছ) তালাক:

হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। আল্লাহর বাণী:

[! " # $ % & ' O Z الطلاق: ١

"হে নবী! স্ত্রীদের যখন তালাক দেন তখন ইদ্দতে তালাক দিন।" [সূরা তালাক:১]

তালাকের উপযুক্ত অবস্থা হলো গর্ভ অবস্থায় কিংবা যে তহুরে (মাসিক শেষে পবিত্রতা) সহবাস হয় নাই। ইবনে উমার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে ইহা উমার ফারুক (রা:) নবী [ﷺ]কে জানালে তিনি [ﷺ] খুবই রাগান্বিত হয়ে বলেন:"তাকে স্ত্রী ফেরৎ নিতে নির্দেশ কর এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখতে বল। অত:পর এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং হায়েয থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন।" [বুখারী ও মুসলিম]

অতএব, কেউ যদি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার প্রতি তওবা করা ওয়াজিব ও ফেরৎ নিয়ে তার বিবাহ বন্ধনে রেখে দিবে। অত:পর আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলের শরীয়ত মোতাবেক যদি চায় সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে অথবা রেখে দিবে। [তালাকের বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে]

2 তিন অবস্থায় হায়েয চলাকালীন তালাক দেয়া জায়েযঃ

প্রথমঃ বিবাহের পরে যদি স্ত্রীর সাথে "খালওয়াহ সহীহা" তথা নির্জনে একত্রে না হয়ে থাকে অথবা শুধুমাত্র স্পর্শ করে থাকে তাহলে এ স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া জায়েয; কারণ এ অবস্থায় তার ইদ্দত নেই।

দ্বিতীয়ঃ গর্ভাবস্থায় যদি হায়েয হয় তবে তখন তালাক দেয়া হারাম নয়।

তৃতীয়ঃ হায়েয অবস্থায় খোলা তালাক দেয়া জায়েয।

(জ) ইদ্দত:

স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর স্ত্রীদের অন্যত্র বিবাহের জন্য গর্ভবতী ছাড়া হায়েয হয় এমন নারীর হায়েয দ্বারাই ইদ্দত গণনা করতে হবে। আর তা হচ্ছে তিন হায়েয অপেক্ষা করা। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

البقرة: ٢٢٨ Z u ׀ L K J I H [

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত।" [সূরা বাকারা:২২৮]

(ঝ) জরায়ু খালির বিধান:

জরায়ু গর্ভধারণ থেকে খালি কি না একমাত্র হায়েয দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে; কারণ সাধারণত গর্ভাবস্থায় হায়েয হয় না। বেশ কিছু ব্যাপারে জরায়ু খালি কি না জানার প্রয়োজন হয়। যেমন: কোন মহিলার স্বামী মারা গেল তার গর্ভের বাচ্চা তার স্বামীর উত্তরাধিকারী হবে। এমতাবস্থায় হায়েয হলে রেহেম খালি এবং উত্তরাধিকারী না হওয়ার বিধান হবে। আর যদি হায়েয না হয় তবে গর্ভবতী প্রমাণিত হবে এবং সে বাচ্চা উত্তরাধিকারী হবে।

(ঙ) গোসল ওয়াজিবঃ

হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পরেই ঋতুবতীর প্রতি সমস্ত শরীর পরিস্কার করে গোসল করা ওয়াজিব। নবী [ﷺ] ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা:)কে বলেন: "হায়েয শুরু হলে সালাত ছেড়ে দিবে আর যখন শেষ হয়ে যাবে তখন গোসল করে সালাত আদায় করবে।" [বুখারী]

(১১) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে যে সকল কাজ জায়েযঃ

১. সহবাস ব্যতীত শরীরের সাথে আলিঙ্গন করা। এমনকি যোনি পথ ছাড়া অন্য কোন স্থানে বীর্যপাত করাও জায়েয।

২. তার সাথে পানাহার করা। বরং সে যে জায়গায় মুখ দিয়ে খাবে বা পান করবে সে স্থানে মুখ দিয়ে খাওয়া ও পান করা। বিশেষ করে এ অবস্থায় মানসিক ও শারীরিক ভাল থাকে না বলে বেশি বেশি ভালবাসা ও যত্ন নেয়া।

৪. তার কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করা।

৫. স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া বা মাথার চুলের সিঁথি করে দেয়া।

(১২) গোসলের পদ্ধতিঃ

লজ্জাস্থান সাবান ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে অন্তরে গোসলের নিয়তে কুলি ও নাকে পানি দিয়ে সমস্ত শরীর ধৌত করলে গোসল হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো গোসলের নিয়তে ''বিসমিল্লাহ'' বলে পূর্ণ ওযু করে ৩বার মাথায় পানি ঢেলে চুলের গোড়ায়-গোড়ায় পানি পৌঁছাবে। এর জন্য চুলের বেণী বা খোঁপা খোলার প্রয়োজন নেই। অত:পর সমস্ত শরীর ধৌত করবে। পরে কাপড়ে বা তুলার মধ্যে সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রাখবে।

গোসলের পর আবার রক্ত দেখলে যদি রঙ মেটে বা ঘোলাটে হয় তবে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি মাসিকের মত রক্ত হয় তবে পুনরায় বন্ধ হলে আবার গোসল করবে।

কোন সালাতের সময় হায়েয বন্ধ হলে তাড়াতাড়ি গোসল করে সময়ের মধ্যে সালাত আদায়

করবে। অযথা কোন শরিয়তের কারণ ছাড়া সালাত আদায়ে দেরী করবে না।

সফর অবস্থায় হায়েয বন্ধ হলে বা পানি না থাকলে কিংবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে।

(১২) মাসিক বন্ধ বা চালু করার বড়ি বা পিল ব্যবহার করার বিধানঃ

2 মাসিক বন্ধ করার বড়ি-পিল ব্যবহারঃ

Ø মাসিক বন্ধের জন্য বড়ি ব্যবহার দু'শর্তে বৈধঃ

১. বড়ি ব্যবহারে কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা যেন না থাকে। ক্ষতির আশংকা হলে ব্যবহার জায়েয নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণীঃ

١٩٥ :البقرة Z ﴿١٩٥﴾ | x w v u t [

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিপতিত কর না।" [বাকারা:১৯৫]

আল্লাহ্ তা'য়ালার আরো বাণীঃ

[I J K M N O P Q R Z النساء: ٢٩

"তোমরা আত্ম হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান।" [সূরা নিসা:২৯]

২. স্বামীর অনুমতি। এমনকি স্ত্রী যদি ইদ্দত পালন করছে এবং স্বামীকে তার খরচাদি বহন করতে হচ্ছে এমতাবস্থায় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মাসিক বন্ধ করা জায়েয নেই; কারণ এতে করে স্বামীকে দীর্ঘ সময় খরচ বহন করতে হবে। অনুরূপ যদি প্রমাণিত হয় যে, মাসিক বন্ধ করাতে গর্ভধারণ বন্ধ হয়, তবে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন।

2 মাসিক চালু করার জন্য বড়ি-পিল ব্যবহারঃ

Ø মাসিক চালু করার জন্য বড়ি ব্যবহার দু'শর্তে জায়েযঃ

১. যেন কোন ওয়াজিব বা ফরজ বাদ দেওয়ার ছল-চাতুরি না হয়। যেমন রমজানের পূর্বে বড়ি ব্যবহার করা রোজা না রাখার উদ্দেশ্যে বা সালাত ইত্যাদি বাদ দেওয়ার জন্য।

২. স্বামীর অনুমতি নিতে হবে; কারণ মাসিক হলে স্বামীর পূর্ণ আনন্দে বাধা সৃষ্টি হয়। সুতরাং যা করলে স্বামীর অধিকারে বাধা সৃষ্টি হয় সে ব্যাপারে তার সন্তুষ্টি ছাড়া বৈধ নয়।

এস্তেহাযা (প্রদর বা লিকুরিয়া রোগ)

মাসিকের রক্ত একটানা প্রবাহিত হতেই থাকলে বা এক দু'দিন ছাড়া পুরা মাস বন্ধ না হলে এমন রক্তকে এস্তেহাযা বলা হয়। একে লিকুরিয়া রোগ বলে যা এক প্রকার স্ত্রীরোগ। আর এমন নারীকে 'মুস্তাহাযা' বলে। এ রক্ত রেহেমের অগভীরে 'আযেল' নামক একটি রগ থেকে বের হয়, রেহেমের ভিতর থেকে নয়। এস্তেহাযার রক্ত বের হওয়ার পর জমাট হয় কিন্তু হায়েযের রক্ত জমাট বাঁধে না।

[2] মুস্তাহাযা রোগীর তিন অবস্থাঃ

প্রথমঃ পূর্বে যথানিয়মে মাসিক (PRIOD) হত কিন্তু পরে একটানা রক্ত প্রবাহিত হয় বন্ধ হয় না। এমন নারীর আদতমত যে ক'দিন হায়েয হত সেই দিনসমূহ মাসিক ধরবে। আর বাকি পরের দিনগুলোকে এস্তে হাযার রক্ত বলে গণ্য করবে।

দ্বিতীয়ঃ প্রথমে হায়েয আরম্ভ হওয়া থেকেই ধারাবাহিকভাবে রক্ত আসে। মাসিক ও এস্তেহাযার দিন তার অজানা। এমন মহিলাকে কোন লক্ষণ বুঝে

মাসিক ও এস্তেহাযার মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন করতে হবে। যেমন যদি ৭দিন কালো এবং বাকি দিনগুলো লাল রক্ত, অথবা ৭দিন গাঢ়-ঘন আর বাকি দিনগুলো পাতলা রক্ত, কিংবা ৭দিন দুর্গন্ধময় এবং বাকি দিনসমূহে গন্ধহীন রক্ত। তবে ঐ কালো, গাঢ় ও দুর্গন্ধময় রক্তকে হায়েয আর বাকি এস্তেহাযার রক্ত গণ্য করবে।

তৃতীয়ঃ এমন মহিলা যার মাসিকের কোন নির্দিষ্ট দিন জানা নেই ও কোন লক্ষণও বুঝতে পারে না প্রথম থেকেই এমন। এমতাবস্থায় যখন থেকে প্রথম রক্ত দেখেছে তখন থেকে হিসাব ধরে ঠিক সেই সময় করে প্রত্যেক মাসে অধিকাংশ মহিলাদের আদত-নিয়ম মত ৬/৭ দিন ঋতুর জন্য অপেক্ষা করে গোসল করবে এবং বাকি দিনগুলো এস্তেহাযা হিসাব করবে।

2 এস্তেহাযা সদৃশ অবস্থাঃ

১. কোন রোগের কারণে জরায়ু কেটে ফেললে বা এমন কোন অপারেশনের ফলে মাসিক চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেলে তার পরেও যদি রক্ত দেখা দেয়, তবে

সে রক্ত মাসিক বা এস্তেহাযা বলে গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় তার বিধান পবিত্রতার পর মেটে বা হলদে রঙের রক্তের ন্যায় হবে। এতে গোসল ফরজ হবে না এবং সালাত বা রোজা বন্ধ করা বৈধ নয় বরং পবিত্র মহিলাদের মত সবকিছুই করবে। তবে প্রত্যেক সালাতের পূর্বে রক্ত ধুয়ে নিয়ে লজ্জাস্থানে পরিস্কার নেকড়া বা তুলা দ্বারা রক্ত ঝরা বন্ধ করে ওযু করে সালাত আদায় করবে। অনুরূপ যদি কোন মহিলার যোনিপথে সর্বদা সাদাস্রাব আসে তবুও তাই করবে। জরায়ু থেকে নির্গত সাদাস্রাব পবিত্র, তা কাপড়ে বা শরীরে লাগলে অপবিত্র হয় না।

২. জরায়ুতে এমন অপারেশন করা হয়েছে যার ফলে সাধারণত মাসিক বন্ধ হয় না বরং মাসিক হওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় অনিয়মভাবে রক্ত বের হলে এর বিধান এস্তেহাযার রক্তের বিধান হবে।

মুস্তাহাযা মহিলার বিধান

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কখন মাসিকের রক্ত হয় আর কখনো এস্তেহাযা। মাসিক হলে মাসিকের বিধান যার বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এস্তেহাযা হলে এস্তেহাযার বিধান। এস্তেহাযার বিধান পবিত্র মহিলার মতই কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু নিম্নের দু'টি বিষয় ছাড়াঃ

(এক) সময়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক সালাতের সময়ে ওযু করা ওয়াজিব। আর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না এমন সালাত হলে যখন ইচ্ছা করবে তখন ওযু করবে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা:)কে বলেন:"অত:পর প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে।" [বুখারী]

(দুই) ওযুর পূর্বে রক্ত ধুয়ে নিয়ে লজ্জাস্থানে নেকড়া বা তুলা রেখে নেংটি বেঁধে অথবা নেংটি পরে নিবে বা আধুনিক যুগের রক্তঝরা সংরক্ষণকারী ডায়াপারস পরে রক্ত ঝরা বন্ধ করে সালাত আদায় করবে। নবী [ﷺ] হামনা (রা:)কে ইহাই আদেশ করেছিলেন। [তিরমিযী

ও আহমাদ] আর রসূলুল্লাহ [ﷺ] ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা:)কে বলেন:“মাসিকের দিনগুলো সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে এবং পবিত্র হলে গোসল করবে। অত:পর প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করে সালাত আদায় করবে যদিও জায়নামাযের মাদুরে রক্ত ঝরে না কেন।” [আহমাদ ও ইবনে মাজাহ]

নেফাস-প্রসূতি অবস্থায় রক্তস্রাব

নেফাস: প্রসব বেদনাসহ বাচ্চা হওয়ার ১/২ দিন পূর্ব থেকে বা প্রসবের পর থেকে ধারাবাহিক প্রবাহিত রক্তকে নিফাস বলা হয়।

2 নেফাসের সময়কাল:

নেফাসের সর্বাধিক সময় ৪০দিন আর সর্বনিম্ন কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। উম্মে সালামা (রা:) বলেন: “রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর যুগে নিফাসের মহিলারা ৪০দিন অপেক্ষা করত।” [তিরমিযী]

অতএব, ৪০দিন পূর্ণ হয়ে গেলে প্রসূতি গোসল করে পবিত্র হয়ে সালাত, রোজা ও সহবাস ইত্যাদি

সবই করবে। অবশ্য ৪০ দিনের মাথায় যদি মাসিক আসার সময় হয় এবং রক্ত একটানা ঝরতেই থাকে তবে তার আদত-নিয়ম মত মাসিককালও অপেক্ষা করে তারপর গোসল করবে।

যদি ৪০দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তাহলেও গোসল করে সালাত, রোজা ও সহবাস ইত্যাদি সবই করবে। কিন্তু ২/৪ দিন বন্ধ হয়ে আবার (৪০ দিনের পূর্বে) রক্ত বের হলে সালাত, রোজা ইত্যাদি বন্ধ করবে এবং পরে যখন বন্ধ হবে বা ৪০ দিন পূর্ণ হবে তখন গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে। মাঝের ঐ দিনগুলোর সালাত ও রোজা সঠিক হবে এবং সহবাসের জন্য কোন পাপও হবে না।

৪০ দিনের মধ্যে মেটে বা হলদে রঙের রক্ত বের হলে তা নিফাসের রক্ত বলেই গণ্য হবে। ভ্রূণে মানুষের আকৃতি আসার পর (সাধারনত ৮০/৯০ দিনে হয়) গর্ভপাত হলে বা ঘটালে যে রক্ত আসবে তা নিফাস বলে গণ্য হবে। আর এর পূর্বে হলে তা নিফাস নয় বরং এস্তেহাযা রোগ জনিত রক্ত বিবেচিত হবে। এ অবস্থায় সালাত ও রোজা ইত্যাদি সবই করবে।

2 নেফাসের বিধানঃ

নেফাসের বিধান হুবহু পূর্বে উল্লেখিত হায়েযের বিধানের মতই। সালাত, রোজা, সহবাস, কা'বা ঘরের তওয়াফ ও কোন পর্দা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা সবই হারাম। বন্ধ হলে গোসল করে সালাত আদায় করবে এবং রোজা কাজা করবে তবে সালাত কাজা করার প্রয়োজন নেই।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত